ইউনিট ১

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষাক্রম (বিজ্ঞান)

ভূমিকা

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ১৯৮৬ সালে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের একটি দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনার আওতায় শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- প্রাথমিক স্তরে অহেতুক তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা শিক্ষাক্রমকে ভারাক্রান্ত না করে শিক্ষা ও জীবনের জন্য অতীব দরকারী বিষয়বস্তু চিহ্নিত করে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন শ্রেণির জন্য ক্রমবৃদ্ধি নীতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে সকল জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে সেগুলোকে যোগ্যতা বলে। অর্থাৎ যোগ্যতা বলতে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ করে তা সমাধান করার ক্ষমতাকে বুঝানো হচ্ছে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত ১১টি বিষয়ের মাধ্যমে কোন শ্রেণিতে এই নির্ধারিত যোগ্যতার কতটুকু অর্জিত হবে ক্রমানুযায়ী তা বিন্যস্ত করে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল বিষয়ের জন্য আবশ্যকীয় শিখনক্রম রচনা করা হয়েছে। সে জন্য গতাণুগতিক পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তে যোগ্যতা ভিত্তিক শিখন শেখানো কৌশল ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

এই ইউনিটের বিষয়বস্তুকে আলোচনার সুবিধার্থে দুটি পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ- ১: যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের যৌক্তিকতা, কৌশল ও বৈশিষ্ট্য

পাঠ- ২: অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, প্রান্তিক যোগ্যতা ও শিখনফল

পাঠ ১

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের যৌক্তিকতা, কৌশল ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের যৌক্তিকতা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।

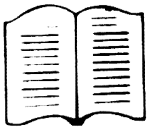

বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের অধিকাংশ শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাই যেহেতু প্রান্তিক শিক্ষা সেহেতু শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত উভয় দিকই গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি দিকের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে একটু বিস্তৃত পটভূমিতে আগামী দিনে শিক্ষার্থীকে জীবনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার নিশ্চিত সুযোগ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় রাখতে হবে।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের ধারণা

প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর মাঝে যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায় তা চিহ্নিত করা হয়েছে এর নাম দেওয়া হয়েছে "যোগ্যতা" এই নির্ধারিত যোগ্যতাকে ভিত্তি করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে বলে একে যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বলা হয়।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের যৌক্তিকতা

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পিছনে কতকগুলো সময়োপযোগী বিবেচনাযোগ্য যুক্তি রয়েছে। নিচে প্রধান প্রধান যুক্তি আলোচনা করা হল:

- দেশের আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি, শিক্ষকদের শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা, শিক্ষাক্রম, পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি মোটামুটিভাবে এক হওয়া সত্ত্বেও শহরও পল্লী এলাকার শিক্ষার্থীর সফলতার পার্থক্যের মাত্রা যতই দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে তা কোন দেশ বা জাতির জন্য মঙ্গলকর নয়।
- প্রচলিত শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয় বলে সকল মহল থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া শিক্ষাক্রম অপ্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্যে ভারাক্রান্ত।
- সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় বর্তমানে অসুবিধাগ্রস্থ পরিবার থেকে বহু শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে কিন্তু পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ঘাটতির কারণে ঝরে পরার হার বাড়ছে। তা ছাড়া বিদ্যালয়ে ধরে রাখার মত তেমন কার্যক্রমও বর্তমানে বিদ্যালয়ে নেই।
- প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের ফলে বিদ্যালয় থেকে একালাসমূহ তাদের সহায়তার হাত গুটিয়ে নিয়েছে। কারণ তারা ভাবছে এ সব বিদ্যালয়ের সকল দায় দায়িত্ব সরকারের ফলে শিক্ষার গুণগত মানতো বাড়ছেই না বরং নানা সমস্যার জন্ম দিচ্ছে।

- অধিক সংখ্যক ছাত্রের ক্লাস পরিচালনা সম্পর্কে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের ধারণা ও প্রশিক্ষণ না থাকায় বিদ্যালয়ের পড়ালেখা বিঘ্নিত হচ্ছে।

উপরোক্ত দিকগুলো উত্তরণের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বর্ণিত প্রত্যেকটি দিকে সক্রিয় বিবেচনায় আনা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:

- জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য জাতীয় সংবিধানে বর্ণিত প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য পুন: নির্ধারণ করা।
- প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা, আবশ্যকীয় শিখনক্রম প্রণয়ন করা।
- পাঠ্য পুস্তক রচনা, যুক্তিসিদ্ধ ও শ্রেণীকক্ষে প্রাক মূল্যায়ন করে দেশব্যাপী ব্যবহারের জন্য মুদ্রণ করা।
- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রমের আওতায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ ও সকল কর্মরত শিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দান করা।
- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা।
- দেশের সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত সকল বিষয়ের পাঠ যেন যথা সময়ে সম্পন্ন করতে পারেন তৎজন্য অভিন্ন বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রবর্তণ করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক ⓚ বৃত্তায়িত করুন)।

১. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় কোন দুইটি দিকের প্রতি গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে?
   ক. পরিমাণগত ও গুণগত দিক
   খ. শিক্ষা ও অর্থ বরাদ্দ
   গ. বিদ্যালয় ও ছাত্র
   ঘ. শিক্ষক ও পাঠ্য পুস্তক।

২. কোনটি যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য?
   ক. নিয়মিত চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ
   খ. ধারাবাহিক মূল্যায়ন কৌশল
   গ. ক্লাষ্টার ট্রেনিং
   ঘ. ১৮৩৪ জন এটিওর পদ সৃষ্টি।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম কি বর্ণনা করুন।
২. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের দুইটি যৌক্তিকতা লিখুন।
৩. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। খ।

পাঠ ২ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, প্রান্তিক যোগ্যতা ও শিখন ফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রান্তিক যোগ্যতা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আবশ্যকীয় শিখনক্রম বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিখন ফল কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।

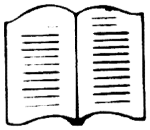

অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ধারণা

বর্তমানে শিক্ষার ধারণা অনেক ব্যাপক অর্থাৎ শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর বর্তমান চাহিদা মেটাবার বা বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেল করার জন্যই নয় শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ জীবনে একজন সংবেদনশীল সুখী মানুষ এবং সমাজের একজন সক্ষম নাগরিক হিসেবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের জন্যও তাকে যথাযথ প্রস্তুতি দিতে হবে।

যোগ্যতা

সে লক্ষ্যে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে অর্জন করানোর পর শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের সময় তা ব্যবহার করতে পারলে সেই জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে যোগ্যতা বলা হয়।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা কি

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পরিমাণগত দিকের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর গুণগত মান অর্জন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে একজন শিশুর কতটুকু আচরণিক পরিবর্তন, কতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে বলে আশা করা হয়েছে- তাকে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বলা হয়।

যেমন- প্রথম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে পঠন-পাঠনের “বাক্য ও শব্দ যথা সম্ভব শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারার দক্ষতা আয়ত্ত করার পর শিশু যদি ঐ বাক্য ও শব্দ (ডালিম ফুলে মউ, কমলা ফুলির বউ) শুদ্ধ উচ্চারণে পড়েত পারে তবে সেটি তার প্রথম শ্রেণীর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা হিসেবে গন্য করা হবে।

প্রান্তিক যোগ্যতার ধারণা

প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্তর ধরা হলে এই প্রাথমিক শিক্ষা শেষে সকল শিশুর পক্ষে যদি পূর্ব নির্ধারিত সকল যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হয় তাকে সাধারণভাবে প্রান্তিক যোগ্যতা বলা যায়। যে সব শিশু প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নির্ধারিত শিক্ষাক্রম কার্যকরভাবে সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে তারা সে সব যোগ্যতা অর্জন করবে। যে কোন যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হবে প্রথম শ্রেণী থেকে এবং তা চলতে থাকবে পঞ্চম শ্রেণীর শেষ পর্যন্ত। তা হলে আপনি হয় তো বুঝেছেন যে, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতার সমষ্টিই হল প্রান্তিক যোগ্যতা- হ্যাঁ আপনি ঠিকই বুঝেছেন।

প্রান্তিক যোগ্যতা কি

পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশুরা যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে বলে আশা করা হয়েছে তাকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা বলা হয়। একে আবার প্রাথমিক শিক্ষার স্তরের অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতাও বলা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম নবায়ন কর্মসূচির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রান্তিক যোগ্যতা নিরূপন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড তার নিজস্ব বিশেষজ্ঞ এবং দেশের অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষার পুন: নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোর ভিত্তিতে এবং প্রাথমিক স্তরের শিশুর বয়স, সামর্থ, মানসিক পরিণমন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনের চাহিদা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব, বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি সর্বোপরি শিক্ষকের প্রস্তুতি সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় এনে এবং আন্তর্জাতিক প্রাথমিক শিক্ষার গতিধারা বিচার বিশ্লেষণ করে প্রাথমিক স্তরের জন্য ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্যে ৮টি প্রান্তিক যোগ্যতা প্রাথমিক স্তরের "পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান" সংশ্লিষ্ট। নিচে শিখনক্রম পুস্তকে বর্ণিত ক্রমিক নম্বরগুলো ডানপাশ বন্ধনীতে উল্লেখ করা হল:

প্রান্তিক যোগ্যতা কি

- দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য বিধি জানা ও পালন করা (২১)।
- সুষম খাদ্য সম্পর্কে জানা, এর গুরুত্ব বুঝা এবং এরূপ খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করা (২২)।
- সাধারণ রোগ ব্যাধি, এগুলোর কারণ ও কতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা এবং সতর্কতা অবলম্বন আগ্রহী হওয়া (২৩)।
- পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিকট প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে জানা ও বুঝা (৩৮)।
- জিজ্ঞাসা সুনির্দিষ্ট করা, পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণীকরণ করা এবং সহজ অনুমান করার "বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দক্ষতা" অর্জন করা (৩৯)।
- কারণ ও ফলাফলের সম্পর্ক সনাক্ত করা এবং দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ সমস্যা সম্পর্কিত সহজ পরীক্ষণ করা (৪০)।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মনোন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করা, সনাক্ত করা এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা (৪১)।
- প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করা (৪৩)।

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন

প্রাথমিক স্তরের শেষে অর্জন উপযোগ যোগ্যতাগুলি চিহ্নিত করার পর এই তালিকা থেকে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত যোগ্যতাগুলো পৃথকভাবে বাছাই করে বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অত:পর বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন সময়ের মধ্যে যোগ্যতাগুলোর বিভাজনে ভারসাম্য আছে কি না তা বিশেষজ্ঞগণ পর্যালোচনা করেন। এ ছাড়া অভিজ্ঞতা, পরীক্ষণ ও সৃজনশীল চিন্তার মাধ্যমে শিশুর ক্রম অগ্রগতি এবং শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ আছে কি না- সে দৃষ্টি কোণ থেকেও যোগ্যতাগুলো বিচার বিশ্লেষণ ও পরিমার্জন করা হয়।

এরূপে বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো চিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট করার পর পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ধাপে ধাপে কোন শ্রেণীতে এর কতটুকু অর্জিত হবে তা চিহ্নিত করে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়।

লক্ষণীয় যে সাধারণত: যে কোন যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রথম শ্রেণী থেকে এবং তা চলতে থাকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। তবে কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর শুরু ও শেষ হওয়ার পর্যায় ভিন্নতরও হতে পারে। তা হলে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বা শুরু থেকে শেষ হওয়ার পর্যায় পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতার সমষ্টিই হল প্রান্তিক যোগ্যতা।

প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া প্রথম বা অপর কোন শ্রেণী থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী শ্রেণীগুলোতে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পঞ্চম বা তার নিচের কোন শ্রেণীতে সমাপ্ত হয়। এ জন্য প্রত্যেকটি প্রান্তিক যোগ্যতার কতটুকু কোন শ্রেণীতে অর্জিত হতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

কোন একটি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য শ্রেণীভিত্তিক প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত ঐ যোগ্যতার বিভাজিত অংশের ক্রম বিন্যাসকে শিখনক্রম বলা যায়।

এভাবে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত নিচের ১১টি বিষয়ের জন্য চিহ্নিত প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো যুক্তি সিদ্ধভাবে শ্রেণী অনুযায়ী বিভাজিত ও সুনির্দিষ্ট করে পূর্ণাঙ্গ শিখনক্রম রচনা করা হয়েছে:

আবশ্যকীয় শিখনক্রম

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত সকল শিশুর সামর্থ্য ও চাহিদার প্রতি সচেতন দৃষ্টি রেখে অতি আবশ্যকীয় যোগ্যতাগুলো উপরোক্ত ১১টি বিষয়ের শিখনক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আশা করা হয়েছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিশুই প্রণীত শিখনক্রমগুলোর মাধ্যমে পুরোপুরিভাবে এ যোগ্যতাগুলো অর্জনের সুযোগ পাবে। এই জন্য এ শিখনক্রমগুলোকে আবশ্যকীয় শিখনক্রম (Essential Learning Continual) বলা হয়েছে।

এ আবশ্যকীয় শিখনক্রমগুলো অনুযায়ী বিষয় ও শ্রেণীভিত্তিক নির্ধারিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রেখে যথাযথ পদ্ধতিতে পাঠদান ও শিশুর অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

নিচে পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ের একটি প্রান্তিক যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে আবশ্যকীয় শিখনক্রমের একটি উদাহরণ দেওয়া হল:

প্রান্তিক যোগ্যতা	শ্রেণীভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী				
	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	পঞ্চম শ্রেণী
৮. স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অভ্যাস গঠন করা এবং স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনে সচেষ্ট হওয়া।	৮.১ নিজে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের (যেমন- দাঁত, নখ, চুল, নাক, চোখ, শরীরের) পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করবে।	৮.১ নিজের জিনিসপত্র ও পোশাক পরিচ্ছদ গুছিয়ে রাখবে।	৮.১ শ্রেণীকক্ষে এবং বিদ্যালয়ের ময়লা ও আর্বজনা ফেলার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা অথবা পাত্র ব্যবহার করবে।	৮.১ স্বাস্থ্যের উপর মশা, মাছি, পোকা, মাকড়ের খারাপ প্রভাব সম্পর্কে জানবে।	৮.১ শরীরের বিশেষ অঙ্গের রোগ (যেমন- নাক, চোখ, দাঁত ও কানের রোগ) এবং ঐ সব রোগের প্রতিরোধক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক সংখ্যা কয়টি?
ক. ৪৩ টি খ. ৫৩ টি
গ. ৭৩ টি ঘ. ৮৩ টি।

২. কোনটি পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রান্তিক যোগ্যতা?
ক. দেশকে জানা ও ভালবাসা
খ. দৈহিক ও পারস্পরিক স্বাস্থ্য বিধি জানা ও পালন করা
গ. তথ্য সংগ্রহের সামর্থ্য অর্জন করা
ঘ. সাধারণ চিঠি ও দরখাস্ত লিখতে পারা।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. যোগ্যতা কাকে বলে?
২. প্রান্তিক যোগ্যতা কি?
৩. আবশ্যকীয় শিখনক্রমের একটি উদাহরণ দিন।
৪. কোন কোন বিষয়ের শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। খ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক ক বৃত্তায়িত করুন)।

১. প্রান্তিক যোগ্যতাকে ভিত্তি করে কোনটি রচনা করা হয়েছে?
   ক. পুরোপুরি শিখন
   খ. আবশ্যকীয় শিখনক্রম
   গ. যোগ্যতা
   ঘ. শ্রেণী পাঠ।

২. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ফলে কোনটি হ্রাস পাবে?
   ক. শহর ও পল্লীর শিক্ষার্থীর সফলতার মাত্রা
   খ. শিক্ষার্থীর অবস্থান কাল
   গ. শিক্ষকের কার্যভার
   ঘ. এলাকাবাসির দায়-দায়িত্ব।

৩. "নিজের জিনিসপত্র ও পোশাক পরিচ্ছদ গুছিয়ে রাখা" এটি কোন শ্রেণির অর্জন উপযোগী যোগ্যতা?
   ক. দ্বিতীয়
   খ. তৃতীয়
   গ. চতুর্থ
   ঘ. পঞ্চম।

৩. কয়টি প্রান্তিক যোগ্যতা পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়?
   ক. ১২ টি
   খ. ১০ টি
   গ. ৮ টি
   ঘ. ৬ টি।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিখনক্রম কাকে বলে।
২. শিখনক্রম প্রণয়নে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর কোন কোন দিকের বিচার বিশ্লেষণ করা হয়?
৩. প্রান্তিক যোগ্যতা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৪. অর্জন উপযোগী যোগ্যতা কি?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের যৌক্তিকতা কি কি?
২. যোগ্যতাভিত্তিক প্রণয়ন কৌশল বিবৃত করুন।
৩. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের কর্ম পরিকল্পনার প্রবাহ চিত্র অঙ্কন করুন।
৪. পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো লিখুন।
৫. আবশ্যকীয় শিখন আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। গ, ৩। ক, ৪। গ।